যুগান্তর

৩/৫/2007

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মৌলভীবাজারে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

আহমেদ ফারুক মিল্লাদ, *শ্রীমঙ্গল থেকে*

চরম অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা ও প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্যসহ বিভিন্ন কারণে মৌলভীবাজার জেলার মাধ্যমিক শিক্ষার মান আজ হুমকির মুখে। মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ, বিদ্যালয়গুলোতে দলীয় কোন্দলসহ শিক্ষকবৃন্দ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় দিনকে দিন শিক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে। মৌলভীবাজার জেলায় সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩২টি। তার মধ্যে ১১১টি মাধ্যমিক ও ২১টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল। গত বছরের পরিসংখ্যানে জানা যায়, সবকটি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬১ হাজার ২৫৭ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৭ হাজার ২৭৯ জন। মাত্র ১৫৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করছেন। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক বেশি থাকলেও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে মাত্র ৮-১০ জন শিক্ষক নিয়োজিত থাকেন। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে জেলায় গড় পাসের হার ছিল ২২ শতাংশ। অনেক বিদ্যালয়ে পাসের হার ৪ থেকে ৫ শতাংশ। এমনকি ৪টি স্কুলে একজন ছাত্রছাত্রীও পাস করেনি। অভিভাবকদের ধারণা, শিক্ষায় অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণই শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ। দেখা যায়, প্রতিটি বিদ্যালয়ে নভেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নতুন বছরের পাঠদান শুরু হয় ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে। কাজেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হলেও অনেক বিদ্যালয়ে পাঠক্রম শেষ হয় না। অপরদিকে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাড়তি আয়ের উৎস হিসাবে নিজ বাড়িতে, বিদ্যালয়ের কক্ষে, রুম ভাড়া করেও কোচিং সেন্টার খুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর রেওয়াজ চালু করেছেন। শিক্ষকরা ক্লাসে দায়সারা গোছের পাঠদান করে ছাত্রছাত্রীদের তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁদের কাছে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে চাকরির চেয়ে প্রাইভেট পড়ানোই মুখ্য। জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিরাজ করছে শিক্ষক কোন্দল ও সমন্বয়হীনতা। এসব কোন্দলে জড়িয়ে পড়ছে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি। অনেক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি খাতায় নিজের ইচ্ছে মতো প্রস্তাব লিখে কমিটির সদস্যদের বাড়িতে পিয়ন পাঠিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে শমসেরনগর, রাজনগর, কুলাউড়ার ৩টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চাকরি হারান। সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বর্তমানে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আশায় শিক্ষকরা সরকারি দলে যোগ দিচ্ছেন। ফলে যখন যে দল ক্ষমতায় যাচ্ছে তারা সে দলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। তাছাড়া জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অধিক হারে ফি আদায়ের রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের অধিক টাকার বিনিময়ে নতুন করে তালিকাভুক্তিরও অভিযোগ উঠেছে।

**চরম অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা**

**কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য**